এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা
Bengali Weekly
KHABARER GHANTA
PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

দশম বর্ষ, সংখ্যা ঃ ২, সাপ্তাহিক ১২ই এপ্রিল ২৬, রবিবার KHABARER GHANTA, Bengali weekly, 12 April. 26, Sunday, Siliguri, Vol. 10, Issue 2, Rs. 2

উত্তরবঙ্গে জোর প্রস্তুতি কুশমণ্ডি ও কাওয়াখালিতে প্রধানমন্ত্রীর সভা ঘিরে তৎপরতা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডিতে আগামী ১১ এপ্রিল একটি বড় জনসমাবেশকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক প্রস্তুতি জোরদার হয়েছে। ‘পরিবর্তন সংকল্প’ শিরোনামে আয়োজিত এই সভায় দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।

এই সভাকে সামনে রেখে প্রস্তুতি খ তিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার কুশমণ্ডি পরিদর্শন করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার । দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে তিনি সভাস্থলের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করেন। বিশেষ করে মঞ্চ নির্মাণ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং আগত মানুষের জন্য বসার ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়।

পরিদর্শনের পর তিনি জানান, এই কর্মসূচিকে ঘিরে জেলাজুড়ে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। আয়োজকদের মতে, অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের উপস্থিতি হতে পারে। নিরাপত্তার বিষয়টিকেও অগ্রাধিকার দিয়ে ইতিমধ্যেই স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপ বা এসপিজি ও স্থানীয় প্রশাসন সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে।

অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতেও একইভাবে একটি বড় জনসভার প্রস্তুতি চলছে। শহরের কাওয়াখালি এলাকায় রবিবার প্রধানমন্ত্রীর আরেকটি প্রচারমূলক সভা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ওইদিন সকাল থেকেই বিভিন্ন জেলা, বিশেষত পাহাড় ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে মানুষের সমাগম হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ত সাংবাদিকদের জানান, সভাকে কেন্দ্র করে উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন, প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি আরও কয়েকজন শীর্ষ নেতা প্রচারে অংশ নিতে পারেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ , উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, এবং অসমের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ।

সব মিলিয়ে, উত্তরবঙ্গের দুই জেলায় নির্ধারিত এই কর্মসূচিগুলিকে ঘিরে প্রশাসনিক তৎপরতা ও জনসাধারণের আগ্রহ;দুটিই ক্রমশ বাড়ছে বলে বিভিন্ন মহলে মত প্রকাশ করা হচ্ছে।

শিলিগুড়ি থেকে বিশ্বমঞ্চে ঃ চিকিৎসা সরঞ্জামে নতুন দিগন্ত গড়ছে এস আই গ্রুপ

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃভারতের স্বাস্থ্য-চিকিৎসা শিল্পে এক উজ্জ্বল নাম হিসেবে দ্রুত প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে এস আই গ্রুপ অফ কোম্পানিজ। শুধু দেশেই নয়, বিশ্বজুড়েও চিকিৎসা সংক্রান্ত আধুনিক উপকরণ তৈরিতে এই সংস্থার সুনাম ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। উন্নত প্রযুক্তি, মানসম্মত উৎপাদন এবং নির্ভরযোগ্য পরিষেবার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি চিকিৎসা সরঞ্জাম শিল্পে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছে। এই সংস্থার প্রধান কর্নধার, প্রতিভাবান বাঙালি শিল্পপতি সঞ্জয় মুখার্জির দূরদর্শিতা, উদ্ভাবনী চিন্তাধারা এবং অক্লান্ত পরিশ্রম আজ এই সাফল্যের মূল ভিত্তি। তাঁর নেতৃত্বে এস আই গ্রুপ শুধু একটি কোম্পানি নয়, বরং একটি শক্তিশালী টিম নেটওয়ার্ক হিসেবে গড়ে উঠেছে, যা চিকিৎসা শিল্পে ধারাবাহিকভাবে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আনছে।

বর্তমানে বিশ্বের ৩২টি দেশে সংস্থার শাখা বিস্তার লাভ করেছে, যা আন্তর্জাতিক বাজারে তাদের গ্রহণযোগ্যতারই প্রমাণ। এর পাশাপাশি, ভারতের প্রথম মেডিক্যাল ইক্যুইপমেন্ট মল গড়ে উঠেছে সিনার্জি টাওয়ারে , যা শিলিগুড়িকে চিকিৎসা অবকাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। গত দুই বছর ধরে চালু থাকা এই মলের ফলে শিলিগুড়ি ও উত্তরবঙ্গের বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে আর চিকিৎসা সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য বাইরের রাজ্যের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে না। একই সঙ্গে, এস আই সার্জিক্যাল এখন হাসপাতালের সম্পূর্ণ পরিকাঠামো নির্মাণের দায়িত্বও নিচ্ছে;অপারেশন থিয়েটার থেকে শুরু করে আধুনিক ফার্নিচার, সবকিছুই এক ছাদের নিচে প্রদান করছে তারা।

সংস্থার উত্তর-পূর্ব ভারতের বিজনেস প্রধান সৌমেন দে জানিয়েছেন, অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় প্রতিটি উপকরণই তাদের মলে উপলব্ধ। এর ফলে স্বাস্থ্য পরিষেবার মান যেমন উন্নত হচ্ছে, তেমনি সময় ও খরচ;দুটোই অনেকাংশে কমছে। আজ গর্বের সঙ্গে বলা যায়, এস আই সার্জিক্যাল-এর তৈরি চিকিৎসা সরঞ্জাম বিদেশের বাজারেও সমানভাবে সমাদৃত। দিন দিন বাড়ছে এর চাহিদা, আর সেই সঙ্গে শিলিগুড়ির নামও উঠে আসছে বিশ্বমানচিত্রে এক নতুন শিল্পকেন্দ্র হিসেবে।

অগ্নিবীরের সুরে দেশপ্রেম, শিলিগুড়ির শিল্পীর অনন্য উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ভারতের তরুণ প্রজন্মকে দেশসেবার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে চালু হওয়া অগ্নিপথ স্কীমের আওতায় ‘অগ্নিবীর’ হিসেবে যোগ দিচ্ছেন বহু যুবক-যুবতী। এই উদ্যোগ শুধু কর্মসংস্থানের পথই খুলে দিচ্ছে না, বরং আত্মনির্ভরতা ও দেশপ্রেমের এক নতুন বার্তা ছড়িয়ে দিচ্ছে সমাজে। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অগ্নিবীর নিয়োগ প্রক্রিয়া জোরকদমে চলছে। এই নিয়োগ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর চিকিৎসকরা, যারা বিভিন্ন কেন্দ্রে গিয়ে পরীক্ষার দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। তাঁদেরই একজন শিলিগুড়ির সন্তান, ডাক্তার মেজর পুষ্পল চক্রবর্তী;একজন দায়িত্বশীল সেনা চিকিৎসক হিসেবে তিনি এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। এই গর্বের মুহূর্তকে আরও অনন্য করে তুলেছেন তাঁর মা, শিলিগুড়ির বিশিষ্ট গায়িকা, গীতিকার ও সুরকার অদিতি পি চক্রবর্তী। অগ্নিবীরদের অনুপ্রাণিত করতে তিনি রচনা করেছেন এক হৃদয়ছোঁয়া দেশাত্ম ত্মবোধক গান, যা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহলে সাড়া ফেলছে। তাঁর এই প্রয়াস প্রমাণ করে, ঘরে বসেও সৃষ্টিশীলতার মাধ্যমে দেশের কাজে যুক্ত থাকা সম্ভব।

এই সংগীতে মিউজিক দিয়েছেন পুষ্পল চক্রবর্তী নিজে, পাশাপাশি সহযোগিতা করেছেন অদিতি দেবীর ভাই অধ্যাপক সমর্পণ দাস। পারিবারিক এই সম্মিলিত প্রয়াস যেন দেশপ্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। উল্লেখযোগ্য বিষয়, অদিতি চক্রবর্তী এর আগেও একাধিক দেশাত্মবোধক সংগীত রচনা ও সুরারোপ করেছেন। নিজের সন্তানকে দেশের সেবায় উৎসাহিত করার পাশাপাশি সমাজের তরুণদের মধ্যেও সেই একই চেতনা ছড়িয়ে দিতে তাঁর এই নতুন উদ্যোগ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

সব মিলিয়ে, অগ্নিবীরদের নিয়ে এই সংগীত কেবল একটি সৃষ্টিই নয়, বরং নতুন প্রজন্মের মনে দেশপ্রেমের আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ার এক আন্তরিক প্রয়াস।

Owner : Bapi Ghosh, Printer : Bapi Ghosh, Publisher : Bapi Ghosh. Published From Matri Villa, Arabinda pally, Siliguri-06, Darjeeling (West Bengal) and Printed from Media Zone, Hakimpara, Siliguri, Dist Darjeeling, Editor : Bapi Ghosh

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

KHABARER GHANTA

PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুষ্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি), ডঃ বিমল চন্দ

নারী শক্তিকে সম্মান জানিয়ে বস্ত্র বিতরণ, শিলিগুড়িতে পালিত বিশেষ নারী দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃহনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে ৩ এপ্রিল ২০২৬, শিলিগুড়ির লেকটাউন হনুমান মন্দির কমিটির সহযোগিতায় পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ গ্রহণ করে। বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে নারী শক্তিকে সম্মান জানিয়ে এদিন পালন করা হয় বিশেষ নারী দিবস।

গত কয়েক বছরের ধারাবাহিকতায় এবারও শহরের ৩০, ৩৩, ৩৪ এবং ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের প্রায় ১০০ জন অসচ্ছল মহিলার হাতে নতুন শাড়ি তুলে দেয় ট্রাস্ট। শাড়ি ও কম্বল বিতরণের এই উদ্যোগ এলাকায় এতটাই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে যে, উপভোক্তারা প্রায় এক সপ্তাহ আগে থেকেই কুপন সংগ্রহের জন্য ট্রাস্টের দপ্তরে ভিড় জমাতে শুরু করেন।

নারী শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানকে বিশেষ নারী দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। একইসঙ্গে শিলিগুড়ির নারীদের অনুপ্রেরণা হিসেবে মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের মহিলা পরিচালিত শবদাহ দলের নেতৃত্বদানকারী কাবেরী চন্দকে বিশেষভাবে সংবর্ধিত করা হয়। উল্লেখযোগ্যভাবে, আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম মহিলা পরিচালিত শবদাহ দল গঠন এবং দীর্ঘদিন ধরে অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তাঁকে শিলিগুড়ির অনন্যা নারীদের সম্মানে ভূষিত করা হয়।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ট্রাস্টের চেয়ারম্যান নীতিশ বসু ভাগবত গীতার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, সমাজের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি হল নারী। নারীর সামগ্রিক বিকাশ ছাড়া মানবসমাজের উন্নতি সম্ভব নয়। তিনি আরও উল্লেখ করেন, সমাজের বিশিষ্ট নারীরা যে ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন, তা অনুসরণ করেই অন্যান্য নারীদের এগিয়ে আসা উচিত।

সম্মান গ্রহণের সময় আবেগাপ্লুত কাবেরী চন্দ জানান, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে কাজের স্বীকৃতি পেলেও একজন আদর্শ সমাজকর্মীর হাত থেকে প্রাপ্ত এই সম্মান তাঁর জীবনের অন্যতম সেরা অর্জন হয়ে থাকবে। নীতিশ বসুর নিষ্ঠা ও মানবিকতা তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানের সূচনায় মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন কাবেরী চন্দ। উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির মাঝে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে অনুষ্ঠানস্থলে এক পবিত্র পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এরপর উপস্থিত নারীদের মাতৃশক্তির প্রতীক হিসেবে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়, যা উপস্থিত সকলকে আবেগতাড়িত করে তোলে।

বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে প্রবীণা জবা সরকারকে সম্মান জানিয়ে আসনে বসানো হয়। তাঁকে উত্তরীয় পরিয়ে পায়ে ফুল দিয়ে প্রণাম করে কাবেরী চন্দ ও নীতিশ বসু তাঁর হাতে নতুন শাড়ি তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষানুরাগী নির্মাল্য সরকার। প্রধান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গৌতম সাহা ও গৌরাঙ্গ সাহা। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সমাজকর্মী অনির্বাণ পাল। শেষপর্যন্ত উপস্থিত সকলকে স্বাগত ও ধন্যবাদ জানান নীতিশ বসু।

নারীদের সম্মান ও সেবাকে কেন্দ্র করে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান ঘিরে স্থানীয় ও আগত মহিলাদের মধ্যে ছিল চোখে পড়ার মতো উৎসাহ ও আবেগঘন পরিবেশ।

সম্পাদকীয়

নববর্ষের প্রভাতে ফিরে দেখা শিকড় আধুনিকতার ভিড়ে বাঙালির আত্মপরিচয়ের খোঁজ

বাংলা নববর্ষ মানে শুধু ক্যালেন্ডারের পাতা ওল্টানো নয়, এটি এক নতুন সূচনা, এক আত্মসমীক্ষার সময়। পুরনোকে বিদায় জানিয়ে নতুনকে বরণ করার এই চিরন্তন উৎসব বাঙালির প্রাণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে। সাপ্তাহিক খবরের ঘন্টা-র এই বিশেষ সংখ্যায় আমরা সকল পাঠক, শুভানুধ্যায়ী এবং সমগ্র বাঙালি সমাজকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন;শুভ নববর্ষ ১৪৩৩। সময়ের স্রোতে ভেসে চলতে চলতে আমরা অনেক কিছুই অর্জন করেছি, প্রযুক্তির উন্নতিতে জীবন হয়েছে সহজতর। কিন্তু এই অগ্রগতির মাঝেই কোথাও যেন ফিকে হয়ে যাচ্ছে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, আমাদের চিরাচরিত পরম্পরা। পয়লা বৈশাখ, হালখাতা, গ্রামবাংলার মেলা, নতুন খাতা-কলমে বছরের সূচনা;এসব একসময় ছিল আবেগের, মিলনের, আনন্দের কেন্দ্রবিন্দু। আজ সেসব অনেকটাই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে স্মৃতির পাতায়। এই প্রেক্ষাপটে আমাদের মনে রাখতে হবে, আধুনিকতা মানেই শিকড় ভুলে যাওয়া নয়। বরং প্রযুক্তি ও ঐতিহ্যের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন গড়ে তোলাই হওয়া উচিত আমাদের লক্ষ্য। অনলাইনের দ্রুততা যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি বাজারের আড্ডা, পাড়ার দোকানের আন্তরিকতা, স্থানীয় ব্যবসার প্রতি আস্থা;এসবই গড়ে তোলে এক সুস্থ সামাজিক পরিকাঠামো। নববর্ষ আমাদের শেখায় নতুন করে শুরু করতে, ভুল থেকে শিক্ষা নিতে এবং নিজেদের আরও ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে। এই দিনটি শুধু উৎসব নয়, এটি আমাদের সংস্কৃতি, ভাষা এবং পরিচয়ের প্রতি এক গভীর দায়বদ্ধতার স্মারক। নতুন প্রজন্মের কাছে এই ঐতিহ্যকে পৌঁছে দেওয়া আমাদের সকলের দায়িত্ব। খবরের ঘন্টা বরাবরের মতোই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নির্ভুল, ইতিবাচক এবং সমাজমুখী সংবাদ পরিবেশনে। আমরা বিশ্বাস করি, সংবাদ শুধু তথ্য নয়, এটি সমাজকে আলোকিত করার একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এই নববর্ষে আমাদের অঙ্গীকার; আরও বেশি করে সত্য, ইতিবাচকতা এবং মানবিকতার বার্তা পৌঁছে দেওয়া প্রতিটি মানুষের কাছে। নতুন বছর বয়ে আনুক সুস্বাস্থ্য, শান্তি ও সমৃদ্ধি। প্রতিটি ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ুক হাসি, ভালোবাসা এবং আশার আলো। আসুন, আমরা সকলে মিলে এই পয়লা বৈশাখে নতুন করে শপথ নিই;নিজের সংস্কৃতিকে ভালোবাসবো, ঐতিহ্যকে লালন করবো এবং আগামী প্রজন্মের হাতে তুলে দেবো এক গর্বিত বাংলা পরিচয়। সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা; শুভ নববর্ষ। শুভ হোক নতুন বছর, শুভ হোক প্রতিটি আগামী দিন।

পাঠক সংযোগ বিভাগ

আপনার শহর, আপনার কথা

শহর আমাদের সবার। তাই শহরের কথা বলার অধিকারও সবার।

রাস্তার সমস্যা হোক বা ভালো উদ্যোগ--আপনার চোখে যা গুরুত্বপূর্ণ, তা আমাদের জানান।

ইতিবাচক মতামত, গঠনমূলক পরামর্শ এবং সমাজের উন্নয়নের ভাবনা--সবই আমরা স্বাগত জানাই।

কারণ খবরের ঘন্টা শুধু একটি পত্রিকা নয়, এটি শিলিগুড়ির মানুষের কণ্ঠস্বর।

হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

পয়লা বৈশাখে ঐতিহ্যের ছোঁয়া শিলিগুড়ির গনেশ ভাণ্ডারে পুজো, ক্যালেন্ডার ও মিষ্টিমুখের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃশিলিগুড়ির মধ্য চয়নপাড়ার রমনী সাহা মোড়ে অবস্থিত ছোট্ট অথচ পরিচিত এক নাম;গনেশ ভাণ্ডার। একটি সাধারণ মুদিখানা দোকান হলেও এখানেই মেলে দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সব প্রয়োজনীয় জিনিস;সুঁচ থেকে শুরু করে চাল, ডাল, সরষের তেল, আইসক্রিম, চকোলেট; সবকিছুই এক ছাদের নিচে।

এই দোকানের শিকড় বহু বছরের পুরনো। স্থানীয় রমনী মোহন সাহা পয়লা বৈশাখের দিনই এই ব্যবসার সূচনা করেছিলেন। সেই ঐতিহ্যকে সম্মান জানিয়ে আজও প্রতি বছর বাংলা নববর্ষকে ঘিরে বিশেষ আয়োজন করা হয়। দোকানের বর্তমান কর্ণধার টোটোন সাহা জানান, এবছরও পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে পুজো, নতুন বছরের বাংলা ক্যালেন্ডার বিতরণ এবং ক্রেতাদের মিষ্টিমুখের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

টোটোনবাবুর কথায়, তাঁদের দোকানের বিশেষত্বই হল;এখানে পাঁচ টাকা বা দশ টাকার মতো ছোটখাটো জিনিসও সহজেই পাওয়া যায়, যা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে অসম্ভব। শুধু ব্যবসা নয়, এলাকার মানুষের প্রয়োজনের সময় পাশে দাঁড়ানোই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য।

তবে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কিছু সমস্যার কথাও তুলে ধরেন তিনি। পাড়ার বিভিন্ন উৎসব বা পূজার সময় চাঁদার জন্য প্রায়ই স্থানীয় দোকানগুলির ওপর চাপ পড়ে। কিন্তু বড় বড় অনলাইন ব্যবসার ক্ষেত্রে এমন কোনো চাপ তৈরি হয় না;এই বৈষম্য নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি।

স্থানীয় মুদিখানা দোকান থেকে কেনাকাটার সুবিধার কথাও মনে করিয়ে দেন টোটোন সাহা। এখানে ক্রেতারা জিনিস হাতে নিয়ে দেখে কিনতে পারেন, প্রয়োজন হলে বাকিতেও কেনাকাটা করা যায়;যা অনলাইন কেনাকাটায় সম্ভব নয়।

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এখন গনেশ ভাণ্ডার হোম ডেলিভারির সুবিধাও চালু করেছে। প্রয়োজন হলে ৭৬৭৯৭৯৮৭২৫ নম্বরে যোগাযোগ করে অর্ডার দিলে ক্রেতাদের বাড়িতেই প্রয়োজনীয় জিনিস পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

পুরনো দিনের বিশ্বাস আর নতুন সময়ের পরিষেবার মেলবন্ধনে গনেশ ভাণ্ডার আজও এলাকার মানুষের কাছে এক ভরসার ঠিকানা হয়ে রয়েছে।

চাকরি নয়, শিল্প গড়ার স্বপ্ন, তরুণদের উদ্দেশে অনুপ্রেরণার বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ অদম্য ইচ্ছাশক্তি থাকলে সামান্য থেকে অসামান্য হয়ে ওঠা অসম্ভব নয়;এই বিশ্বাসই আরও একবার সামনে এল শিলিগুড়ির শিল্প তালুক থেকে। এখানে এমন এক উদ্যোক্তার গল্প শোনা যায়, যিনি একসময় মাত্র ৬০০ টাকা মাসিক বেতনের চাকরি করতেন, আর আজ নিজ প্রচেষ্টায় তিনটি শিল্প ইউনিট প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই উদাহরণ তুলে ধরে শিল্প গড়ার মানসিকতার ওপর জোর দিলেন উৎপল সরকার ।

খবরের ঘন্টার সঙ্গে কথোপকথনে তিনি জানান, শিল্প স্থাপনের মূল চাবিকাঠি হলো ভেতরের সেই তাগিদ;শিল্প গড়ার 'খিদে'। মানুষের মধ্যে যদি সেই মানসিকতা থাকে, তাহলে শিল্প গড়ে ওঠা সময়ের অপেক্ষা মাত্র। তিনি বলেন, বর্তমানে সরকারি দপ্তরগুলি নতুন শিল্প স্থাপনে সহায়ক ভূমিকা নিতে প্রস্তুত। ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাওয়ার সুযোগ রয়েছে, পাশাপাশি দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে উদ্যোক্তাদের জন্য।

উৎপল সরকারের মতে, শিলিগুড়ি আজ দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে নিজস্ব পরিচিতি তৈরি করেছে। সেবক রোডের শিল্প তালুকেই বর্তমানে প্রায় ১০৫টি শিল্প ইউনিট সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। তবে এখানেই থেমে থাকতে চান না তাঁরা। তাঁর আশা, নতুন প্রজন্ম আরও বেশি করে শিল্প কারখানা গড়ার দিকে আগ্রহী হয়ে উঠবে।

নিজের জীবনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, তাঁর বাবা চেয়েছিলেন তিনি একটি স্থায়ী চাকরি করুন। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই তাঁর মন ছিল শিল্প গড়ার দিকে। সেই স্বপ্ন নিয়েই তিনি এগিয়ে চলেছেন এবং আজ তাঁর নিজস্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি করছে।

সবশেষে তাঁর বার্তা স্পষ্ট;চাকরির পিছনে ছোটা নয়, বরং নতুন কিছু গড়ে তোলার সাহসই ভবিষ্যতের অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে পারে।

গণতন্ত্রের বার্তা ছড়িয়ে শিলিগুড়িতে এসভিইইপি উদ্যোগ আঁকায়, মানবশৃঙ্খলে ভোট সচেতনতার রঙিন ছবি

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃশিলিগুড়ি মহকুমায় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬-কে সামনে রেখে ভোটার সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এক ব্যতিক্রমী সিস্টেমেটিক ভোটার্স এডুকেশন ইলেকটোরাল পার্টিসিপেশন কর্মসূচির আয়োজন করা হলো। এই উদ্যোগটি অনুষ্ঠিত হয় ইলা পাল চৌধুরী মেমোরিয়াল ট্রাইবাল হিন্দি হাই স্কুলে , যেখানে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহী অংশগ্রহণে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে গোটা পরিবেশ।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল এথিকাল ইলেকট্রোরাল প্র্যাকটিস বা নৈতিক নির্বাচন চর্চা বিষয়কে কেন্দ্র করে আয়োজিত 'সিট অ্যান্ড ড্র' প্রতিযোগিতা। প্রায় ১০০ জন ছাত্রছাত্রী এতে অংশ নেয় এবং নিজেদের সৃজনশীলতার মাধ্যমে গণতন্ত্রের বার্তা তুলে ধরে। প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের পদক প্রদান করা হয় শিলিগুড়ি মহকুমার তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসারদের উপস্থিতিতে।

এর পাশাপাশি আয়োজন করা হয় একটি মানবশৃঙ্খল, যার মাধ্যমে দার্জিলিং ভোটস বার্তা তুলে ধরে ভোটদানে সকলের অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। এই মানবশৃঙ্খল ছিল সচেতনতার এক দৃশ্যমান প্রতীক, যা স্থানীয় মানুষের মধ্যেও ইতিবাচক সাড়া ফেলে।

অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে একটি বিশেষ 'সেলফি জোন'-এর ব্যবস্থাও করা হয়, যেখানে ছাত্রছাত্রী ও উপস্থিত ব্যক্তিরা ছবি তুলে গণতন্ত্রের এই উৎসবকে স্মরণীয় করে রাখেন।

এই ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ভোটদানের গুরুত্ব ও দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলার প্রয়াস স্পষ্ট। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সকল গণমাধ্যমকে এই ইতিবাচক উদ্যোগটি তুলে ধরার আহ্বান জানিয়েছে, যাতে সমাজের বৃহত্তর অংশে পৌঁছে যায় গণতন্ত্রের এই বার্তা।

অনলাইন নয়, বাজারেই ফিরুক বাঙালির প্রাণ; স্বাস্থ্য, ধৈর্য ও ঐতিহ্যের পক্ষে নির্মল পালের বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শহরের দ্রুতগতির জীবনে যখন অনলাইন কেনাকাটা দিন দিন অভ্যাসে পরিণত হচ্ছে, তখন সেই প্রবণতার বিপরীতে এক ভিন্ন মত তুলে ধরলেন শিলিগুড়ির বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তথা হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির কার্যকরী কমিটির সদস্য নির্মল কুমার পাল, যিনি এলাকায় ‘নিমাই’ নামেই অধিক পরিচিত। বাংলা নববর্ষকে সামনে রেখে তাঁর এই মতামত যেন একদিকে স্বাস্থ্যসচেতনতার বার্তা, অন্যদিকে হারিয়ে যেতে বসা বাঙালির ঐতিহ্যের প্রতি এক আন্তরিক আহ্বান।

নির্মলবাবুর কথায়, তঅনলাইনে বসে কেনাকাটা যতই সহজ মনে হোক না কেন, বাজারে গিয়ে হেঁটে হেঁটে জিনিস কেনার যে উপকারিতা, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।দ তাঁর মতে, বাজারে ঘুরে কেনাকাটা করলে শরীরচর্চা স্বাভাবিকভাবেই হয়ে যায়। হাঁটাচলার মাধ্যমে শরীরের অতিরিক্ত মেদ কমে, সুগার নিয়ন্ত্রণে থাকে, এমনকি মানসিক প্রশান্তিও পাওয়া যায়। প্রতিদিনের এই ছোট ছোট অভ্যাসই দীর্ঘমেয়াদে সুস্থ জীবনের পথ তৈরি করে।

শুধু শারীরিক উপকারিতাই নয়, বাজারে গিয়ে কেনাকাটার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেন তিনি;ধৈর্য। ভিড়, যানজট বা দোকানে অপেক্ষার সময় পার করার মধ্যে দিয়েই মানুষের সহনশীলতা বাড়ে। এই অভিজ্ঞতা মানুষকে আরও সংযত ও সহিষ্ণু করে তোলে, যা আজকের তাড়াহুড়োর জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

অন্যদিকে, অনলাইন কেনাকাটার বিভিন্ন অসুবিধার কথাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নির্মলবাবু। তিনি বলেন, তঅনলাইনে কেনাকাটা করলে অনেক সময় পণ্যের গুণমান নিয়ে সন্দেহ থাকে। তাছাড়া স্থানীয় দোকানদারের মতো বাকিতে জিনিস কেনার সুবিধাও সেখানে পাওয়া যায় না।দ এর পাশাপাশি তিনি সাইবার প্রতারণার ঝুঁকির বিষয়েও সতর্ক করেন। তাঁর মতে, তআজকাল অনলাইন প্রতারণা বা সাইবার ক্রাইম যেভাবে বাড়ছে, তাতে অসাবধানতাবশত মুহূর্তের মধ্যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। কিন্তু স্থানীয় দোকান থেকে কেনাকাটা করলে সেই ভয় থাকে না।

সকলকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে নির্মলবাবু আরও বলেন, সময়ের সঙ্গে অনেক কিছু বদলাচ্ছে, কিন্তু সেই পরিবর্তনের ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছে বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। বাংলার বারো মাসে তেরো পার্বণ;প্রতিটি উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে প্রকৃতি ও ঋতুর সম্পর্ক। কিন্তু আজকের প্রজন্মের মধ্যে সেই সচেতনতার অভাব দেখা যাচ্ছে,দ;মন্তব্য তাঁর।

তিনি আক্ষেপের সুরে জানান, ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষার প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক অনেক তরুণকে বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি, বঙ্গাব্দ কিংবা বাংলা মাস-তারিখ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। একসময় পয়লা বৈশাখ, হালখাতা, চৈত্র সেল কিংবা নতুন বাংলা ক্যালেন্ডার সংগ্রহকে ঘিরে যে উৎসাহ দেখা যেত, আজ তা অনেকটাই ম্লান।

শেষে তাঁর আবেদন, আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়েও যেন আমরা আমাদের শিকড়কে ভুলে না যাই। বাজারে গিয়ে কেনাকাটা শুধু অর্থনৈতিক লেনদেন নয়, এটি এক সামাজিক বন্ধন, এক সাংস্কৃতিক চর্চা;যা আমাদের ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখে। বাংলা নববর্ষের প্রাক্কালে এই বার্তাই তিনি তুলে ধরতে চান সকলের সামনে।

ভোটের প্রচারে প্লাস্টিক বর্জনের আহ্বান, দূষণমুক্ত নির্বাচনের বার্তা শিলিগুড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই জোরদার হচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রচার কার্যক্রম। শহরের অলিগলি থেকে প্রধান সড়ক; সব জায়গাতেই চোখে পড়ছে ব্যানার, পোস্টার, ফ্লেক্স, ফেস্টুন ও পতাকার ছড়াছড়ি। তবে এই প্রচারের মাঝেই উদ্বেগ বাড়াচ্ছে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; প্লাস্টিকের অতিরিক্ত ব্যবহার।

এই প্রেক্ষাপটে শিলিগুড়ির বিশিষ্ট সমাজসেবী ও পরিবেশকর্মী জ্যোৎস্না আগরওয়ালা সকল রাজনৈতিক দলের কাছে এক আন্তরিক আবেদন জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ভোট প্রচার অবশ্যই প্রয়োজনীয়, কিন্তু সেই সঙ্গে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করাও সমানভাবে জরুরি।

তিনি জানান, প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি ব্যানার, ফেস্টুন বা পতাকা ব্যবহারের ফলে পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। শুধু প্রকৃতিই নয়, এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে মানুষ ও জীবজগতের উপরও। তাই তিনি সকল দলকে প্লাস্টিক বর্জন করে পরিবেশবান্ধব উপকরণ ব্যবহারের আহ্বান জানান।

এছাড়াও বড় আকারের হোর্ডিং নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি। তাঁর মতে, বিভিন্ন স্থানে যেভাবে বিশাল হোর্ডিং লাগানো হচ্ছে, তা ঝড় বা বৃষ্টির সময় ভেঙে বা উড়ে গিয়ে দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে ঘন ঘন ঝড়বৃষ্টির পরিস্থিতিতে বিষয়টি আরও গুরুত্ব সহকারে দেখা প্রয়োজন।

সব মিলিয়ে তাঁর বার্তা স্পষ্ট, নির্বাচন হোক সচেতনতার, পরিবেশ রক্ষার এবং নিরাপত্তার;দূষণমুক্ত ভোটই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

অনুপ্রেরনা

ব্যর্থতা শেষ নয়, শুরু

যে ছাত্র পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে আবার উঠে দাঁড়ায়, যে ব্যবসায়ী ক্ষতির পর নতুন করে চেষ্টা করে, যে গৃহবধূ নিজের হাতে উদ্যোগ শুরু করেন-- তাঁরাই প্রকৃত অনুপ্রেরনা।

জীবন মানেই সংগ্রাম। কিন্তু সংগ্রামের মাঝেও হাসতে শেখাই আসল শক্তি। আমরা চাই, শিলিগুড়ির প্রতিটি মানুষ নিজের গল্প লিখুক সাহসের কালি দিয়ে।

এই অনুপ্রেরনা বিভাগে আমরা তুলে ধরবো এমন একেকজন মানুষকে, যারা ইতিবাচক মনোভাব দিয়ে নিজের জীবন ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

সেই রকম তথ্য থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

ইতিবাচক শিলিগুড়ি

শহর মানেই শুধু যানজট, অভিযোগ আর সমস্যা নয়। শহর মানে মানুষ, মানুষের চেষ্টা আর ছোট ছোট ভালো উদ্যোগ। শিলিগুড়ির অলিগলিতে প্রতিদিন এমন অনেক কাজ হচ্ছে , যা হয়তো বড় শিরোনাম পায় না-- কিন্তু সমাজকে বদলে যাচ্ছে নীরবে।

কেউ ছাদে গাছ লাগাচ্ছেন, কেউ বিনামূল্যে পড়াচ্ছেন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের, কেউ আবার রক্তদান শিবির আয়োজন করছেন। এই ছোট ছোট আলোর বিন্দুগুলো মিলেই শহরকে সুন্দর করে তোলে।

খবরের ঘন্টা বিশ্বাস করে-- নেতিবাচকতার ভিড়ে ইতিবাচক খবরই মানুষের মনকে শক্তি দেয়। তাই আমরা খুঁজে চলবো সেই মানুষদের, যারা বদলের গল্প লিখ ছেন নীরবে।

সেই রকম বদলের গল্প থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করুন, জানান তথ্য ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ, মূদ্রক ঃ বাপি ঘোষ, প্রকাশক ঃ বাপি ঘোষ। মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি-০৬, দার্জিলিং জেলা থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। Owner : Bapi Ghosh, Printer : Bapi Ghosh, Publisher : Bapi Ghosh. Published From Matri Villa, Arabinda pally, Siliguri-06, Darjeeling (West Bengal) and Printed from Media Zone, Hakimpara, Siliguri, Dist Darjeeling, Editor : Bapi Ghosh Mobile No. 98320-64424, email : bapighosh300@gmail.com / khabarerghanta@gmail.com, whatsapp : 9641859567 Vol. 10 Issue 2

PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)